5. Discuss following বিশ্বনাথ/s, the essential and non-essential features of a নাটক citing suitable examples.

Ans. সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ "নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাত্" ইত্যাদি কারিকায় নাটকের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইতিহাস বা পুরাণাশ্রিত অথবা কোন লোকবিশ্রুত কাহিনী অবলম্বন করে নাটক গড়ে ওঠে। এখানে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি নামক পঞ্চসন্ধি থাকে। নাটকের নায়ক বিলাস ও ঋদ্ধ্যাদি নানা গুণযুক্ত হয় এবং নাটকে নানা প্রকার বিভূতি থাকে। নাটকের একটি মুখ্য রস থাকলেও অন্যান্য নানারসের বর্ণনা সেখানে উপস্থাপিত হয়।

Scanned with CamScanner

দিব্য অথবা দিব্যাদিব্য ব্যক্তি নাটকের নায়ক হবার উপযুক্ত পাত্র। নায়ক হবেন প্রখ্যাত বংশে জাত, ঋষির মত গুণবান্ এবং ধীরোদাত্ত ব্যক্তি। নাটকে পাঁচ থেকে দশ পর্য্যন্ত যেকোন অঙ্ক থাকতে পারে। চার পাঁচ জন প্রধান পাত্রপাত্রী নায়কের কার্য্যসাধনে যত্নবান্ থাকবে। নির্বহণ সন্ধিতে থাকবে বিস্ময়াবহ কিছু ঘটনা এবং সমগ্র নাটকের বন্ধন হবে গোপুচ্ছাগ্রের মত। তাছাড়াও পতাকাস্থান, নাট্যালঙ্কার ইত্যাদিও নাটকের বৈশিষ্ট্য।

নাটক দৃশ্যকাব্যের প্রকৃতি হবার জন্য বিশ্বনাথ নাটক সম্পর্কে যত আলোচনা করেছেন, অন্য কোন রূপক বিষয়ে এত আলোচনা করেননি। এই আলোচনার মধ্য থেকে কোন কোন বিষয়কে ঐচ্ছিক এবং কোন বিষয়কে আবশ্যিক হিসাবে ভাগ করা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে বিকল্পবিধির দ্বারা বিশ্বনাথই কোন কোন লক্ষণকে ঐচ্ছিক হিসাবে দেখিয়েছেন। যথা—নাটক খ্যাতবৃত্ত হবে, তা প্রকরণের মত কবিকল্পিত হবে না। এই খ্যাতি লোককথার থেকেও হতে পারে অথবা পুরাণের থেকেও হতে পারে। তাই "ইতিহাসোদ্ভবম্ বৃত্তম্" উক্তিটি নাটকে ঐচ্ছিক। বিলাস, ঋদ্ধি ইত্যাদি গুণও নাটকে থাকতেই হবে এমন নয়, তবে থাকলে নাটক সুন্দর হবে, এটাই অভিপ্রায়। নাটকের অঙ্ক সংখ্যা সম্পর্কে বিশ্বনাথই কোন নির্দিষ্ট নিয়মের কথা বলতে পারেন নি, কাজেই ঐ নিয়মটি যে ঐচ্ছিক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নাটক বিভূতিযুক্ত হবে, একথার অর্থ নায়কের থেকে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি নায়ককে সহায়তা করবে। যেমন শকুন্তলায় ইন্দ্র দুষ্যন্তের সহায়ক হয়েছেন। সমস্ত নাটকেই এরূপ বিভূতির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কারণেই বিভূতি শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নায়ককে উচ্চবংশে জাত হতে হবে—এই বিধিটিও ঐচ্ছিক, কারণ মুদ্রারাক্ষসের নায়ক চন্দ্রগুপ্ত জাতিতে শূদ্র। নায়ক দিব্য, অদিব্য বা দিব্যাদিব্য যে কোন প্রকার হতে পারে, এই বিকল্প বিধির মধ্যেই ঐচ্ছিকতা লুকিয়ে আছে। নাটকে চার বা পাঁচ জন প্রধান চরিত্র থাকে, এটিও বিকল্পবিধি বলে ঐচ্ছিক।

নাটককে খ্যাতবৃত্ত হতে হবে—এই ব্যাপারটি আবশ্যিক। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ ইত্যাদি পঞ্চসন্ধি যে নাটকে পরপর থাকবে এতে কোন মতভেদের অবকাশ নেই। নাটকের শেষে নির্বহণসন্ধিতে অদ্ভুত রসের প্রকাশ ঘটাতে হয়, এই ব্যাপারটিও আবশ্যিক। নাটকের ক্ষেত্রে প্রস্তাবনা আবশ্যিক হলেও এক এক নাটকে এক এক প্রকার প্রস্তাবনা অনুসৃত হয়। পতাকা প্রভৃতি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তও সব নাটকে পরপর থাকে না। একই কথা বৃত্তি ও নাট্যালঙ্কার সম্পর্কেও বলা

Scanned with CamScanner

চলে। বিশ্বনাথ নিজেই বলেছেন যে—রসাভিব্যক্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই এগুলিকে প্রয়োগ করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে যে ক্রমে বিশ্বনাথ বিষয়গুলির আলোচনা করেছেন, সেই ক্রমে নাটকে তা থাকতে নাও পারে। এসব থেকে নাট্যলক্ষণে বর্ণিত কিছু অংশ যে আবশ্যিক এবং কিছু অংশ যে ঐচ্ছিক তা বোঝা যায়।

Scanned with CamScanner